দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...26 AUG 1988...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

036

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃংখলা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাব রয়েছে। নকল প্রবণতার রাহুগ্রাসে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো আজ কলুষিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের অবাধ অধিকার দাবী করে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। ডিগ্রী পরীক্ষায় নকলের সুযোগ না পেয়ে কোন কোন কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীই ক্রুদ্ধ হয়ে একযোগে পরীক্ষা বর্জনে ও ভাংচুরে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও এদেশের নতুন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের উচ্ছৃংখল ছাত্রদের কখনও কখনও পরীক্ষা বানচালের অপচেষ্টা এবং ফলাফল পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি অশোভন আচরণ ও হুমকি প্রদর্শনের মত দুঃখজনক ঘটনাও জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। গত তিন দশক থেকে এদেশের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ক্রমাগত বৈরী পরিবেশের শিকার হতে দেখে আসছে। সময় সময় শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, সন্ত্রাস আবার কখনও সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সবের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। কোর্স যথাসময়ে শেষ হয়নি, পরীক্ষা পিছিয়েছে, বিষাক্ত হয়েছে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ। দেশের উচ্চ শিক্ষা আজ সেশন জটে বন্দী। অনেক ছাত্রকেই মাঝপথে উচ্চ শিক্ষার পাঠ শেষ করতে হয়। অনির্দিষ্টকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ব্যয় বহন করা অভিভাবকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তার উপর রয়েছে শিক্ষা জীবন শেষে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা। শিক্ষা ক্ষেত্রে, এত অনিয়ম অব্যবস্থা চলতে থাকলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল কোন ছবির কথা কল্পনাও করা যায় না।

সেশন জট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নির্ধারিত সময়ে আগেকার একটি ব্যাচের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যর্থতাই সেশন জটের মূল্যায়ন ও সূচনা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শিক্ষা জীবন শেষ করতে আগ্রহী। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি কমিয়ে সিলেবাস শেষ করে সময় মত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবীতে শিক্ষার্থীদের দাবী জানাতেও দেখা গেছে। কখনও কখনও পরীক্ষা না পিছানোর দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলও করেছে। প্রলম্বিত শিক্ষা জীবনের দুর্বিষহ পরিস্থিতির অবসানের জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া জাতিকে আশান্বিত করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জনের ফলে কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষা আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। এই অসংযত আচরণের মূল্য দিতে হবে সাধারণ পরীক্ষার্থীদেরই। পরীক্ষা আবার কখন শুরু হবে তার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় তারা লেখা-পড়ায় শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারে। সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা ঝুলিয়ে রেখে অনার্স বিষয়ের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়াও যায় না। তার চেয়েও বড় কথা সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচী পুংখানুপুংখরূপে অধ্যয়ন না করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করার মধ্যে শিক্ষার্থীরও কোন উপকার নেই এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও এর আশা করা যায় না। শিক্ষা তো শুধু শুভফল পরীক্ষায় পাস-ফেলের ব্যাপার নয়। একজন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচারের একটি মানদণ্ড নির্ণয়ের পন্থা হিসেবেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রশ্ন কমন না পড়ার বাহানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির মানসিকতা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সমাজের সব চেয়ে সচেতন অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে এমন একটা যুক্তিহীন কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে পারে একথা কল্পনাও করা যায় না। অথচ বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। শিক্ষিত মানুষের সহনশীলতা আর বিচক্ষণতার গৌরব পরাভূত করে অন্ধ আবেগ আর ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিই জয়ী হয়েছে।

দেশ ও জাতির ভবিষ্যতকে এভাবে অন্ধকারের পথে এগিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ঘটনার এই অবাঞ্ছিত স্রোতধারা ঠেকাতে উদ্যোগী হতে হবে।

শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের উপর তাঁদের নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেন তাহলে ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণ থেকে সংযত করা মোটেও কঠিন হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও ছাত্রদের অন্যায় চাপের কাছে মাথা নত না করে অবিলম্বে স্থগিত পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করতে হবে। আমরা চাই— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবতীয় বিশৃংখলার অবসান হোক, নিয়মিত ক্লাস হোক, প্রথমবার নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা হোক। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, এই শৃংখলা গড়তে দেয়া হলে কারও তেমন কল্যাণ হবে না।

—মোজহারুল হক (বাবুল)